MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Lalon's Songs and the Śrīmad Bhagavad Gītā: An Inter-Philosophical Reading

লালনগীতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: এক আন্তঃদার্শনিক পাঠ

Juli Barai
Researcher, Department of Education,
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.
Email: julimohulsubrata@gmail.com

Samirranjan Adhikari
Professor, Department of Education,
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.
Email: samirranjanadhikari@gmail.com

Liton Mallick
Assistant Professor, Department of Education,
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.
Email: litonm@svu.ac.in

Malay Halder
Assistant Professor, Parameswar Mahavidyalaya (B.Ed),
Namkhana, West Bengal, India.
Email: malayhalder1990@gmail.com
Page No: 160-168

Abstract: *Lālan Gīti (the songs of Lalon Fakir) and the Śrīmadbhagavadgītā represent two distinct yet dialogic expressions of Indian spiritual and philosophical thought. The Gītā constructs a coherent philosophical framework of the soul (ātman), duty (kartavya), action (karma), liberation (mokṣa), and the Supreme Reality by synthesizing Sāṃkhya, Yoga, Bhakti, Karma, and Jñāna. In contrast, Lālan Gīti articulates an inward-looking, human-centric spiritual ethos centered on lived folk experience, esoteric physiology (dehatattva), mental discipline, the 'Man of the Heart' (maner mānuṣ), human dignity, and the limitations of socio-religious identities. While the Gītā characterizes the soul as transcending birth and death (2.20) and expounds the vision of the Divine in all beings (6.30), Lalon's songs explore the immanent mystery of humanity through motifs such as the body, mind, the 'Unknown Bird' (acin pākhī), and the maner mānuṣ.*

Employing a literature review and qualitative intertextual analysis, this study undertakes a comparative reading of Lālan Gīti and the Gītā through five central inquiries. The analysis reveals that both traditions seek a deeper spiritual reality transcending external identities; however, the Gītā's metaphysics is primarily structured around canonical discourses on ātman, Brahman, and Īśvara, whereas Lalon's humanism prioritizes the quest for the invisible or 'unknown' entity realized within the corporeal human experience. Bankimchandra's reflections on religion and Krishna, Swami Vivekananda's Practical Vedanta and universal harmony of religions, and Rabindranath Tagore's concept of the 'Universal Man' in The Religion of Man emerge as vital bridges for modern interpretations of these two traditions. The study concludes that rather than viewing Lālan Gīti and the Gītā as simplistic equivalents, it is far more fruitful to read them as two distinct yet mutually illuminating paths toward Indian self-inquiry, human dignity, esoteric praxis, and universality.

Keywords: *Lālan Gīti, Śrīmadbhagavadgītā, Ātmatattva, Humanism, Dehatattva, Esoteric Praxis, Maner Mānuṣ, Supreme Reality, Bankimchandra, Vivekananda, Rabindranath.*

১. ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক জগতের ব্যাখ্যার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জগত, আত্মপরিচয়, চেতনা, নৈতিকতা এবং পরমসত্তার অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান কখনও উপনিষদীয় আত্মবিদ্যা, কখনও যোগ, কখনও ভক্তি, কখনও তন্ত্র-সাধনা এবং কখনও লোকায়ত সাধক-সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এই দীর্ঘ দার্শনিক পরম্পরার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় দলিল। অন্যদিকে উনিশ শতকের বাংলার বাউল-

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ফকির পরম্পরায় লালন শাহ মানুষের দেহ, মন, প্রেম, আত্মপরিচয় এবং সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্নকে গান ও প্রতীকের মাধ্যমে নতুন মাত্রা দেন। লালনের গানে 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'দেহ', 'মন', 'জাত' ও 'মানুষ' কেবল কাব্যিক প্রতীক নয়; এগুলি তাঁর সাধনাদর্শ ও অস্তিত্ব-অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। আধুনিক গবেষণাতেও লালনের 'মনের মানুষ' ধারণাকে জাতি ও ধর্মের প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রমকারী একটি আধ্যাত্মিক-মানবিক ধারণা হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Thakur, 2024)।

লালনের গানের দার্শনিক বিষয়বস্তুর মধ্যে আত্মা, ঈশ্বর, দেহ, মৃত্যু, প্রেম, ধর্ম, জাতপাত এবং বিশ্বাসের প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Suma ও Haque (2019) লালনের গানে metaphysical inquiry-এর উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তাঁর গানে আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম, দেহ ও মৃত্যুর মতো বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কিত। একইভাবে Cantú (2019) লালনগীতির মধ্যে সুফি-ইসলামি গুপ্ততত্ত্ব, দেহতত্ত্ব এবং সাধনামূলক উপাদানের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন।

অন্যদিকে *গীতা* আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, নিত্য ও অবিনশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করে— "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (২.২০)। আবার ৬.৩০-এ বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি সর্বত্র পরমসত্তাকে এবং সমস্ত সত্তাকে সেই পরমসত্তার মধ্যে দেখতে সক্ষম হয়, তার সঙ্গে ঈশ্বরের বিচ্ছেদ থাকে না। অতএব আত্মা, মানবিক ঐক্য, অন্তর্দর্শন এবং পরমসত্তার অনুসন্ধান—এই কয়েকটি ক্ষেত্র *গীতা* ও লালনগীতির মধ্যে তুলনামূলক সংলাপের সম্ভাবনা তৈরি করে।

তবে এই সাদৃশ্যকে সরাসরি ঐতিহাসিক প্রভাব বা অভিন্ন মতবাদের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। লালনের দর্শন বাউল, বৈষ্ণব, সুফি এবং লোকায়ত সাধনাসংস্কৃতির জটিল আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে বিকশিত হয়েছে; গবেষণায় তাঁর গানের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও গুপ্ততাত্ত্বিক প্রভাবের উপস্থিতি চিহ্নিত হয়েছে (Capwell, 1974; Cantú, 2019)। অতএব এই গবেষণার লক্ষ্য 'কে কাকে প্রভাবিত করেছেন' তা প্রমাণ করা নয়; বরং দুটি ভিন্ন ঐতিহ্যের ধারণাগত সমান্তরালতা ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করা।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণায় লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র আত্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অন্তঃসাধনা ও পরমসত্তা-সংক্রান্ত ধারণাগুলির আন্তঃদার্শনিক সাদৃশ্য, পার্থক্য ও পারস্পরিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে।

- O_1: লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় আত্মতত্ত্বের ধারণাগত রূপ ও তার পারস্পরিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করা।
- O_2: লালনের মানবতত্ত্ব এবং *গীতা*-য় সর্বভূতে আত্মদর্শন, সমদৃষ্টি ও মানবিক ঐক্যের ধারণার তুলনামূলক পাঠ করা।
- O_3: দেহ, মন, সাধনা, আত্মসংযম, ভক্তি, কর্ম ও অন্তঃঅনুসন্ধানের আলোকে দুই ঐতিহ্যের অন্তঃসাধনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা।
- O_4: লালনের 'মনের মানুষ' ও 'অচিন পাখি' এবং *গীতা*-র আত্মা, পরমাত্মা ও পরমসত্তার ধারণার আন্তঃদার্শনিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করা।
- O_5: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় চিন্তকের আলোকে লালন ও *গীতা*-র মানবিক, আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা।

১.২ গবেষণা প্রশ্ন

নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্নগুলি লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র আত্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অন্তঃসাধনা ও পরমসত্তা-চিন্তার তুলনামূলক ও আন্তঃদার্শনিক বিশ্লেষণের প্রধান অনুসন্ধানক্ষেত্র নির্ধারণ করে।

- Q_1: লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় আত্মতত্ত্ব কীভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কী ধরনের ধারণাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য রয়েছে?
- Q_2: লালনের মানবতত্ত্ব এবং *গীতা*-র সর্বভূতে আত্মদর্শনের মধ্যে কী ধরনের আন্তঃদার্শনিক সম্পর্ক শনাক্ত করা যায়?
- Q_3: দেহ, মন, কর্ম, ভক্তি, আত্মসংযম ও অন্তঃঅনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লালনগীতি ও *গীতা* কী ধরনের সাধনাপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়?
- Q_4: 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', আত্মা, পরমাত্মা ও পরমসত্তার ধারণাগুলি কীভাবে মানব-অস্তিত্বের গভীরতর

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

অর্থ অনুসন্ধানে ব্যবহৃত হয়েছে?

Q_5: বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় চিন্তকের আলোকে লালন ও *গীতা*-র দর্শনকে কীভাবে আধুনিক মানবতাবাদ, সর্বধর্মসমন্বয় ও অন্তর্দর্শনের সঙ্গে পুনর্ব্যাখ্যা করা যায়?

২. গবেষণার ধারণাগত উপাদানসমূহ

এই গবেষণায় প্রধান ধারণাগুলিকে নিম্নলিখিত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১ আত্মতত্ত্ব

আত্মতত্ত্ব বলতে মানুষের গভীরতম আত্মসত্তা, তার স্থায়িত্ব, চেতনা এবং শরীর-মন থেকে তার সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে। *গীতা* ২.২০ আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত ও অবিনশ্বর হিসেবে ব্যাখ্যা করে। লালনের ক্ষেত্রে আত্মতত্ত্ব সরাসরি শাস্ত্রীয় পরিভাষায় নয়; বরং দেহের অন্তর্গত অচিন সত্তা, মনের মানুষ এবং মানবদেহের রহস্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

২.২ মানবতত্ত্ব

মানবতত্ত্ব হলো মানুষের মর্যাদা, সাম্য, আন্তঃসম্পর্ক এবং মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে ধারণা। লালনের গানে জাতি ও ধর্মের সামাজিক বিভাজনের পরিবর্তে মানুষকে কেন্দ্রীয় পরিচয় হিসেবে দেখার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় (Thakur, 2024)।

২.৩ অন্তঃসাধনা

অন্তঃসাধনা বলতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মন, চেতনা, আত্মসংযম, প্রেম, আত্মজিজ্ঞাসা এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধানকে বোঝানো হয়েছে।

২.৪ দেহতত্ত্ব

দেহতত্ত্বে মানবদেহকে কেবল জৈবিক অস্তিত্ব হিসেবে না দেখে সাধনা, চেতনা ও রহস্য-অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লালন-সংক্রান্ত গবেষণায় দেহতত্ত্ব ও গুপ্তসাধনার সম্পর্ক বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে (Cantú, 2019)।

২.৫ পরমসত্তা

পরমসত্তা বলতে চূড়ান্ত বাস্তবতা, ঈশ্বর, পরমাত্মা বা সর্বব্যাপী চেতনার ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। *গীতা* ৬.৩০-এ সর্বত্র পরমসত্তাকে উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। লালনের ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত বাস্তবতা 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি' ইত্যাদি প্রতীকের মাধ্যমে অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে।

২.৬ সর্বজনীনতা ও ধর্মীয় পরিচয়

এই উপাদানের মাধ্যমে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও সামাজিক পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে মানবিক ঐক্য ও আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিবেকানন্দের Universal Religion এবং রবীন্দ্রনাথের Universal Man-এর ধারণা এই বিশ্লেষণের আধুনিক ব্যাখ্যামূলক কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

লালন ও বাউল দর্শন নিয়ে গবেষণায় একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হলো তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের সীমানা অতিক্রমকারী মানবকেন্দ্রিক সাধনা। Capwell (1974) বাউলদের জাতিভেদ-বিরোধিতা, হিন্দু ও ইসলামি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ এবং প্রচলিত ধর্মীয় সীমারেখার বাইরে অবস্থানের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তাঁর আলোচনায় লালনের গান সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের প্রচলিত কাঠামোর প্রতি একটি প্রশ্নাত্মক অবস্থান প্রকাশ করে।

Suma ও Haque (2019) লালনগীতির metaphysical dimensions বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর গানে ধর্ম, আত্মা, ঈশ্বর, দেহ, মৃত্যু ও বিশ্বাস পরস্পর সম্পর্কিত দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে উপস্থিত। তাঁদের মতে, লালনের গান কেবল লোকসংগীত নয়; এতে জটিল রূপক, paradox এবং metaphysical inquiry বিদ্যমান।

Cantú (2019) লালনগীতির মধ্যে Bengali Sufism, Islamic esotericism, dehatattva এবং সাধনামূলক শরীর-চিন্তার সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন। এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি লালনের দর্শনকে একমাত্র হিন্দু বা একমাত্র ইসলামি কাঠামোয় আবদ্ধ না রেখে বহুস্তরীয় সাধনাপরম্পরার আলোকে পড়ার সুযোগ দেয়।

Thakur (2024) 'Moner Manush' ধারণার বিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে লালনের এই ধারণা জাত ও ধর্মের প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রম করে একটি বৃহত্তর মানবিক ও আধ্যাত্মিক ethos-এর দিকে নির্দেশ করে।

অন্যদিকে *গীতা* আত্মা, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং ঈশ্বরদর্শনের একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিক কাঠামো নির্মাণ

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

করেছে। ২.২০-এ আত্মার অমরত্ব এবং ৬.৩০-এ সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮.৬৬-এ কৃষ্ণ অর্জুনকে পরম আশ্রয়ের দিকে আহ্বান করেন; বিভিন্ন ভাষ্যকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, আত্মসমর্পণ এবং পরমসত্তার সঙ্গে ঐক্যের বিভিন্ন মাত্রা তুলে ধরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক ভারতীয় ধর্মচিন্তায় *গীতা* ও কৃষ্ণকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক হিন্দুধর্মের আলোচনায় তাঁর ধর্ম-ধারণা ও 'dharma'-র পুনর্ব্যাখ্যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে Harder (2019) উল্লেখ করেছেন। তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* ভারতীয় আধুনিকতার প্রেক্ষিতে কৃষ্ণ ও ধর্মকে পুনরায় পাঠের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

স্বামী বিবেকানন্দ *Vedanta*-কে নিছক তাত্ত্বিক দর্শন না রেখে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর *Practical Vedanta*-তে ধর্মীয় সত্যকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। আবার Universal Religion-এর আলোচনায় তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় পথকে মানবজাতির বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে দেখার আহ্বান জানান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *The Religion of Man* এই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'Universal Man' বা সর্বজনীন মানবের ধারণার মাধ্যমে ব্যক্তি ও বৃহত্তর মানবসত্তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল পাণ্ডুলিপিতেও মানবিক ঐক্যকে ধর্মীয় চেতনার একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক গবেষণায়ও তাঁর ধর্মদর্শনকে মানুষ ও পরমসত্তার ঐক্য, প্রেম, কল্পনা এবং মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে লালন ও *গীতা* নিয়ে পৃথকভাবে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে; কিন্তু আত্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অন্তঃসাধনা এবং পরমসত্তা—এই চারটি উপাদান-কে একই আন্তঃদার্শনিক কাঠামোয় রেখে লালনগীতি ও *গীতা*-র তুলনামূলক পাঠের সুযোগ এখনও যথেষ্ট বিস্তৃত। বর্তমান গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

৪. গবেষণার পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র আত্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অন্তঃসাধনা ও পরমসত্তা-সংক্রান্ত ধারণাগুলির তুলনামূলক ও আন্তঃদার্শনিক বিশ্লেষণের জন্য একটি গুণগত, ব্যাখ্যামূলক এবং সাহিত্য-পর্যালোচনাভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪.১ গবেষণার প্রকৃতি

গবেষণাটি একটি গুণগত, ব্যাখ্যামূলক ও আন্তঃদার্শনিক সাহিত্য-পর্যালোচনাভিত্তিক গবেষণা। এখানে কোনো প্রাথমিক সমীক্ষা বা পরীক্ষামূলক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়নি। গবেষণার প্রধান উপাদান হিসেবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, নির্বাচিত লালনগীতি এবং এই দুই ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রকাশিত ও প্রামাণ্য গবেষণাসাহিত্যকে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.২ সাহিত্য নির্বাচন

সাহিত্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত চার ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র মূল সংস্কৃত পাঠ এবং প্রামাণ্য ভাষ্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, লালনগীতির প্রকাশিত ও গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত নির্বাচিত পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তৃতীয়ত, লালন, বাউল দর্শন, বাউল সম্প্রদায় এবং বাংলা সাধনাসংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রামাণ্য গবেষণাসাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে; এবং চতুর্থত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় চিন্তকের প্রাথমিক রচনা এবং তাঁদের চিন্তাধারা নিয়ে প্রকাশিত আধুনিক গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে। লালনগীতির ক্ষেত্রে এর মৌখিক সংক্রমণ ও পরবর্তী লিখিত সংকলনের ইতিহাসের কারণে পাঠগত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। লালনের রচিত গানের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দাবি থাকলেও তাঁর নিজের হাতে লেখা পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক corpus-এর সীমাবদ্ধতা এবং দীর্ঘকাল ধরে মৌখিক ও লিখিত পরম্পরায় গানগুলির সংরক্ষণ ও পরিবেশনের কারণে নির্দিষ্ট কোনো গানকে লালনের রচনা হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক ও পাঠসমালোচনামূলক সতর্কতা অনুসরণ করা হয়েছে।

৪.৩ বিশ্লেষণী পদ্ধতি

গবেষণায় Thematic Interpretive Analysis এবং Comparative Philosophical Reading ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি প্রধান thematic axis নির্ধারণ করা হয়েছে—

Theme 1: আত্মতত্ত্ব; **Theme 2:** মানবতত্ত্ব; **Theme 3:** অন্তঃসাধনা ও দেহ-মন

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Theme 4: পরমসত্তা ও সর্বজনীনতা; এর পাশাপাশি ধর্মীয় পরিচয়, জাতপাত, প্রেম, আত্মসংযম, কর্ম, ভক্তি এবং মানবিক ঐক্যকে সহায়ক themes হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.৪ আন্তঃদার্শনিক সতর্কতা

এই গবেষণায় 'similarity' বা সাদৃশ্যকে 'identity' বা অভিন্নতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। লালন সরাসরি *গীতা* -র দার্শনিক ভাষ্য অনুসরণ করেছেন—এমন ঐতিহাসিক দাবি করা হয়নি। বরং দুই ঐতিহ্যে অনুরূপ অস্তিত্বমূলক প্রশ্ন কীভাবে পৃথক ভাষা, প্রতীক ও সাধনাপদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই গবেষণার কেন্দ্র।

৫. গবেষণা প্রশ্নভিত্তিক ফলাফল উপস্থাপন: সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আন্তঃদার্শনিক বিশ্লেষণ

এই অংশে প্রতিটি গবেষণা প্রশ্নের আলোকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ও লালনগীতির নির্বাচিত পদ/পংক্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য কেবল দুই ঐতিহ্যের মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় নয়; বরং কোন ধারণা কোন দার্শনিক পরিসরে, কোন ভাষায় এবং কোন সাধনামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে—তার পার্থক্যও নির্ণয় করা। অতএব, একই শব্দ বা প্রতীকের উপস্থিতিকে অভিন্ন দর্শনের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

Q_1: লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় আত্মতত্ত্ব কীভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে?

গীতা-র দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যতা ও অবিনশ্বরতার ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। ২.২০-এ বলা হয়েছে—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" অর্থাৎ আত্মার জন্ম নেই এবং মৃত্যু নেই। *গীতা*-য় আত্মা শরীরের পরিবর্তনের অতীত একটি নিত্য সত্তা হিসেবে প্রতিপাদিত।

লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানে বলা হয়েছে—"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি / কেমনে আসে যায়।"

এখানে 'খাঁচা' ও 'অচিন পাখি' যথাক্রমে দেহ এবং তার অন্তর্লীন রহস্যময় সত্তার প্রতীক হিসেবে পাঠযোগ্য। গানের পরবর্তী অংশে দেহের নশ্বরতার কথাও এসেছে—"খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে / কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে"।

পার্থক্য: *গীতা* আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক-অধিবিদ্যাগত proposition প্রদান করে—আত্মা নিত্য, জন্মহীন ও অবিনশ্বর। লালন একই অস্তিত্বমূলক প্রশ্নকে প্রতীক, রহস্য ও সাধনামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। 'অচিন পাখি'কে সরাসরি *গীতা*-র 'আত্মা' বলে সমীকরণ করা তাই পদ্ধতিগতভাবে যথার্থ নয়। লালনের ভাষায় প্রশ্নটি হলো—অন্তর্লীন সত্তা কী এবং সে দেহে কীভাবে আসে-যায়; *গীতা*-র ভাষায় প্রশ্নটি আত্মার ontological status সম্পর্কে।

ফলত, সাদৃশ্যটি 'দেহের অতিরিক্ত এক গভীরতর সত্তা'-র অনুসন্ধানে; পার্থক্যটি সেই সত্তাকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিতে। এখানেই দুই ঐতিহ্যের একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়।

Q_2: লালনের মানবতত্ত্ব এবং *গীতা*-র সর্বভূতে আত্মদর্শনের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

গীতা ৬.২৯-এ যোগীর সমদর্শনের কথা বলে এবং ৬.৩০-এ সর্বত্র পরমসত্তার উপস্থিতি উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মিক উপলব্ধি ব্যক্তিসত্তাকে সংকীর্ণ self-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না।

লালনের মানবতত্ত্বে একইভাবে সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' গানটি জাতিগত পরিচয়ের সামাজিক নির্মাণকে প্রশ্ন করে। গবেষণায় এই গান এবং 'মনের মানুষ' ধারণাকে লালনের জাত ও ধর্মের প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রমকারী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

পার্থক্য

তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো—*গীতা*-র সমদৃষ্টি মূলত আত্মা ও পরমসত্তার ঐক্যভিত্তিক metaphysical vision, যেখানে লালনের মানবতত্ত্ব অধিকতর সামাজিক-অভিজ্ঞতামূলক ও পরিচয়-সমালোচনামূলক। অর্থাৎ *গীতা* প্রশ্ন করে—সকল সত্তার গভীরে কী ঐক্য রয়েছে?

লালন প্রশ্ন করেন—মানুষকে জাত, ধর্ম ও সামাজিক পরিচয়ের নামে আমরা কেন বিভক্ত করি?

সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ পরিচয় অতিক্রমের প্রবণতা থাকলেও তাদের দার্শনিক starting point অভিন্ন নয়।

Q_3: দেহ, মন, কর্ম, ভক্তি ও অন্তঃসাধনার ক্ষেত্রে দুই ঐতিহ্যের পার্থক্য কী?

গীতা-য় অন্তঃসাধনা বহুস্তরীয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্গত রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। এখানে সাধনা ব্যক্তির কর্তব্যবোধ, মনসংযম এবং পরমসত্তার উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত।

লালনের ক্ষেত্রে দেহ নিজেই সাধনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'-তে "আট কুঠুরি নয় দরজা" এবং "আয়না-মহল"-এর প্রতীকী ব্যবহার মানবদেহকে একটি রহস্যময় সাধনাক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করে। লালনের দর্শন নিয়ে গবেষণায় দেহতত্ত্ব, সুফি esotericism এবং বাউল সাধনার আন্তঃসম্পর্কও আলোচিত হয়েছে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

পার্থক্য

গীতা-র দেহ-মন সম্পর্ক একটি বৃহত্তর যোগদর্শন ও কর্ম-নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। অন্যদিকে লালনের দেহতত্ত্ব অধিকতর গুপ্ত, প্রতীকী ও সাধনামূলক।

তাই "দেহ" শব্দটি দুই ক্ষেত্রেই থাকলেও তার epistemological function একই নয়। *গীতা* দেহ ও মনকে আত্মজ্ঞান ও যোগসাধনার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে; লালন মানবদেহকেই রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্র হিসেবে সামনে আনেন।

Q_4: 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', আত্মা ও পরমসত্তার মধ্যে কী সম্পর্ক ও পার্থক্য রয়েছে?

লালনের 'মনের মানুষ' তাঁর দর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রতীক। গবেষণায় এটিকে আত্ম-অনুসন্ধান, অন্তর্লীন মানবসত্তা এবং সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে একটি আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে *গীতা*-য় আত্মা, পরমাত্মা ও ঈশ্বরের ধারণা নির্দিষ্ট দার্শনিক ভাষায় বিন্যস্ত। ৬.৩০-এর সর্বভূতে পরমসত্তা -দর্শন এবং ১৮.৬৬-এর পরম আশ্রয়ের ধারণা এই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

পার্থক্য

এখানে 'মনের মানুষ'কে সরাসরি 'পরমাত্মা' হিসেবে অনুবাদ করলে লালনের প্রতীকী বহুমাত্রিকতা হারিয়ে যেতে পারে। 'মনের মানুষ' একটি experiential-symbolic construct, যেখানে ব্যক্তি নিজের অন্তর্জগতে এক প্রত্যাশিত বা উপলব্ধ সত্তার সন্ধান করে। বিপরীতে *গীতা*-য় পরমসত্তা একটি সুসংবদ্ধ theological-philosophical frame-work-এর অংশ।

অতএব, 'অচিন পাখি' ≠ আত্মা-এর সরল অনুবাদ

'মনের মানুষ' ≠ পরমাত্মা-এর সরল সমার্থক

বরং এগুলির মধ্যে conceptual resonance রয়েছে—অর্থাৎ তারা মানুষের দৃশ্যমান অস্তিত্বের অন্তরালে একটি গভীরতর বাস্তবতার সন্ধান করে; কিন্তু তাদের দার্শনিক অর্থ ও ব্যবহার এক নয়।

Q_5: আধুনিক ভারতীয় চিন্তকদের আলোকে দুই ঐতিহ্যের পার্থক্য কীভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করা যায়?

বঙ্কিমচন্দ্র *গীতা* ও কৃষ্ণকে আধুনিক বৌদ্ধিক ও নৈতিক আলোচনার মধ্যে পুনঃস্থাপন করেন। তাঁর ধর্মচিন্তায় নৈতিকতা, কর্তব্য ও সামাজিক জীবনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ Vedanta-কে ব্যবহারিক মানবজীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর *Practical Vedanta*-য় আত্মিক সত্যকে মানুষের বাস্তব জীবন ও মানবকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। Universal Religion-এর আলোচনাতেও তিনি ধর্মীয় বহুত্বের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের সন্ধান করেন।

রবীন্দ্রনাথের *The Religion of Man*-এ 'Universal Man' ধারণা ব্যক্তিমানুষের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে নির্দেশ করে।

পার্থক্য

তবে আধুনিক চিন্তকদের লালনের সঙ্গে সরাসরি সমীকরণ করা উচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার কেন্দ্র *গীতা*, কৃষ্ণ ও ধর্মের আধুনিক পুনর্ব্যাখ্যা; বিবেকানন্দের কেন্দ্র Vedanta ও ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতা; রবীন্দ্রনাথের কেন্দ্র মানবধর্ম ও Universal Man; আর লালনের কেন্দ্র মানুষ, দেহ, মন, মনের মানুষ ও প্রত্যক্ষ সাধনামূলক অভিজ্ঞতা।

অতএব, এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক identity নয়, বরং modern Indian intellectual dialogue স্থাপন করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৬. গবেষণা প্রশ্নভিত্তিক ব্যাখ্যা: আধুনিক দার্শনিক পাঠ

প্রাপ্ত ফলাফলগুলি থেকে দেখা যায় যে লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র মধ্যে আত্মঅনুসন্ধান, মানবিক ঐক্য, অন্তঃসাধনা এবং পরম বাস্তবতার অনুসন্ধান—এই চারটি বৃহৎ ক্ষেত্রে ধারণাগত সংলাপ রয়েছে। কিন্তু এই সংলাপকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য সাদৃশ্যের পাশাপাশি পার্থক্যকে দার্শনিকভাবে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রতিটি প্রশ্নের ফলাফলকে আধুনিক ভারতীয় চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

৬.১ গবেষণা প্রশ্নভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনা উপস্থাপন

এই গবেষণার নির্ধারিত পাঁচটি গবেষণা প্রশ্নের আলোকে সাহিত্য-পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ধারণাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য এবং দার্শনিক তাৎপর্য ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করে নিম্নে গবেষণা প্রশ্নভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Q_1-এর আধুনিক দার্শনিক ব্যাখ্যা: আত্মা বনাম 'অচিন' সত্তা

গীতা-র আত্মতত্ত্বের শক্তি তার ontological clarity-তে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"—এই ঘোষণা আত্মাকে শরীরের পরিবর্তন ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। লালনের "অচিন পাখি" একই existential mystery-কে poetic language-এ প্রকাশ করে।

কিন্তু পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *গীতা* মানুষকে আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি দার্শনিক জ্ঞান প্রদান করতে চায়; লালন মানুষকে সেই অচিন সত্তাকে নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করতে আহ্বান করেন। ফলে *গীতা*-র epistemology অধিকতর শাস্ত্রীয়-দার্শনিক, আর লালনের epistemology অধিকতর অভিজ্ঞতামূলক ও সাধনামূলক।

এই পার্থক্য আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র* যেমন শাস্ত্রীয় ধর্মীয় উপাদানকে আধুনিক যুক্তিবাদী ও নৈতিক আলোচনায় আনতে চায়, লালনের গান তেমন কোনো system-building না করে প্রশ্ন, প্রতীক ও আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যকে অনুসরণ করে।

Q_2-এর আধুনিক দার্শনিক ব্যাখ্যা: সমদৃষ্টি বনাম সামাজিক পরিচয়ের সমালোচনা

গীতা-র সমদৃষ্টি একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফল। সকল সত্তার মধ্যে একই পরম বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা হলে ব্যক্তি সংকীর্ণ বিভাজন অতিক্রম করতে পারে। লালনের মানবতত্ত্বে এই প্রশ্নটি আরও সামাজিকভাবে দৃশ্যমান। 'জাত' নিয়ে তাঁর প্রশ্ন আসলে মানুষের আরোপিত identity categories-এর সমালোচনা। ফলে *গীতা*-র metaphysical equality এবং লালনের social critique of identity—এই দুটি পৃথক analytical level-এ অবস্থিত।

রবীন্দ্রনাথের 'Universal Man' ধারণা এই দুই স্তরের মধ্যে একটি আধুনিক সেতু তৈরি করে। ব্যক্তি যখন নিজেকে বৃহত্তর মানবসত্তার অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে, তখন তার পরিচয় সংকীর্ণ সামাজিক সীমা অতিক্রম করতে পারে। এই অর্থে লালন, *গীতা* ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি conceptual dialogue তৈরি হয়; কিন্তু তাঁদের historical doctrines অভিন্ন হয়ে যায় না।

Q_3-এর আধুনিক দার্শনিক ব্যাখ্যা: অন্তঃসাধনা

গীতা-র অন্তঃসাধনা discipline, self-control, yoga, কর্ম ও ভক্তির সমন্বিত রূপ। এখানে আত্মিক উপলব্ধি একটি সংগঠিত সাধনাপথের সঙ্গে যুক্ত। লালনের সাধনায় দেহ ও মন এক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। 'খাঁচা' নশ্বর দেহের প্রতীক হলেও তার মধ্যেই 'অচিন পাখি'-র অবস্থান—অর্থাৎ নশ্বরতার মধ্যেই অন্বেষণযোগ্য রহস্য নিহিত।

বিবেকানন্দের Practical Vedanta এই দুই অবস্থানের সঙ্গে একটি আধুনিক সংলাপ তৈরি করতে পারে। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আত্মজ্ঞানকে বাস্তব মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

এখানে লালনের স্বাতন্ত্র্য হলো—তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দার্শনিক system প্রতিষ্ঠা না করেও দেহ, মন ও মানবসম্পর্কের অভিজ্ঞতার মধ্যে সাধনাকে স্থাপন করেন।

Q_4-এর আধুনিক দার্শনিক ব্যাখ্যা: 'মনের মানুষ' ও পরমসত্তা

'মনের মানুষ'কে বোঝার ক্ষেত্রে phenomenological reading বিশেষভাবে কার্যকর। মানুষ নিজের অন্তর্জগতে এমন এক সত্তার সন্ধান করে, যার সঙ্গে তার অস্তিত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'মনের মানুষ' তাই simultaneously self-discovery, relationality এবং transcendence-এর প্রতীক হতে পারে।

গীতা-য় আত্মা ও পরমসত্তার সম্পর্ক অধিকতর দার্শনিকভাবে নির্ধারিত। লালনের ক্ষেত্রে প্রতীকটি উন্মুক্ত থাকে। এই উন্মুক্ততাই তাঁর কাব্যিক-দার্শনিক শক্তির একটি অংশ। অতএব *গীতা* যেখানে "সত্তাটি কী" প্রশ্নের দার্শনিক উত্তর নির্মাণ করে, লালন অনেকাংশে প্রশ্ন করেন "সেই সত্তাকে কোথায় এবং কীভাবে অনুসন্ধান করব?" এই পার্থক্যটি গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ interpretive finding।

Q_5-এর আধুনিক দার্শনিক ব্যাখ্যা: বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে *গীতা* একটি নৈতিক-ধর্মীয় পুনর্ব্যাখ্যার ক্ষেত্র। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে Vedanta আত্মিক ঐক্যকে ব্যবহারিক মানবজীবনে প্রয়োগের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যেই বৃহত্তর মানবিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। লালনের ক্ষেত্রে আবার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পরিবর্তে lived spiritual experience অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফলে চারটি অবস্থানকে একই দর্শনের চারটি সংস্করণ হিসেবে না দেখে একটি বহুস্বরিক ভারতীয় দার্শনিক সংলাপ হিসেবে দেখা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

এই সংলাপে—

- ◊ *গীতা* → **আত্মার নিত্যতা ও যোগভিত্তিক আত্মোন্নতি**

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

◊ লালন → **দেহ-মন ও 'মনের মানুষ'-এর অনুসন্ধান**
◊ বঙ্কিমচন্দ্র → **ধর্ম ও কৃষ্ণের আধুনিক নৈতিক পুনঃপাঠ**
◊ বিবেকানন্দ → **আত্মিক ঐক্যের ব্যবহারিক মানবায়ন**
◊ রবীন্দ্রনাথ → **Universal Man ও মানবধর্মের বিস্তার**

এই পার্থক্যগুলি দেখায় যে ভারতীয় চিন্তায় 'আত্মা' ও 'মানুষ'-এর প্রশ্ন একটি একরৈখিক দর্শন নয়; বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে তা বিভিন্ন ভাষা, প্রতীক ও পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত হয়েছে।

৬.১.১ সমন্বিত দার্শনিক ব্যাখ্যা

অতএব, লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র সম্পর্ককে "একই কথা দুই ভাষায় বলা" হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং বলা যায়, উভয় ঐতিহ্য মানুষের সীমিত দৃশ্যমান অস্তিত্বের অন্তরালে একটি গভীরতর সত্যের অনুসন্ধান করে, কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ভাষা, ontological assumption, epistemological method এবং social orientation পৃথক।

এই গবেষণার কেন্দ্রীয় পার্থক্য-নির্দেশী সিদ্ধান্ত তাই হতে পারে:

গীতা আত্মার নিত্যতাকে দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে; লালন অন্তর্লীন সত্তার রহস্যকে অভিজ্ঞতা ও প্রতীকের মাধ্যমে অনুসন্ধান করেন। গীতা সমদৃষ্টির metaphysical ভিত্তি নির্মাণ করে; লালন সামাজিক পরিচয়ের বিভাজনকে প্রশ্ন করেন। গীতা যোগ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুসংবদ্ধ সাধনাপথ উপস্থাপন করে; লালন দেহ, মন ও মানব-অভিজ্ঞতার মধ্যে সাধনার ক্ষেত্র নির্মাণ করেন।

গীতা পরমসত্তাকে দার্শনিক-ঈশ্বরতাত্ত্বিক কাঠামোয় স্থাপন করে; লালন 'মনের মানুষ' ও 'অচিন পাখি'র মতো উন্মুক্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেই রহস্যকে অনুভবযোগ্য করে তোলেন। এই পার্থক্যগুলিই দুই ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এবং একই সঙ্গে তাদের মধ্যে একটি গভীর আন্তঃদার্শনিক সংলাপের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

৬.২ উপসংহার

এই গবেষণার সাহিত্য-পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে *লালনগীতি* ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক, ভাষিক ও সাধনাগত পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করলেও মানুষের অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়, অন্তর্জগৎ এবং পরম বাস্তবতার প্রশ্নে তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃদার্শনিক সংলাপ সম্ভব। *গীতা* আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত নিত্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্বভূতে পরমসত্তার দর্শনের মাধ্যমে আত্মিক ঐক্যের দিকে নির্দেশ করে। লালন একই ধরনের অস্তিত্বমূলক প্রশ্নকে দেহ, মন, 'অচিন পাখি', 'মনের মানুষ' এবং মানবিক সম্পর্কের প্রতীকে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়ত, লালনের মানবতত্ত্ব সামাজিক পরিচয়ের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে মানুষকে একটি মৌলিক অস্তিত্বগত পরিচয় হিসেবে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজন এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রশ্ন তাঁর গানে কেবল সামাজিক সমালোচনা নয়; এগুলি মানুষের প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধানের অংশ। এই দিকটি আধুনিক গবেষণায়ও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে (Thakur, 2024; Capwell, 1974)।

তৃতীয়ত, উভয় ঐতিহ্যেই সত্যের অনুসন্ধান বাহ্যিক আচারনির্ভরতার মধ্যে সম্পূর্ণ হয় না। *গীতা* যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মাধ্যমে আত্মরূপান্তরের কথা বলে; লালন মন, দেহ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্য অনুসন্ধান করেন। Cantú (2019)-এর গবেষণায় লালনের দেহতত্ত্ব ও গুপ্তসাধনার এই দিকটি বিশেষভাবে স্পষ্ট।

চতুর্থত, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ব্যাখ্যা এই তুলনামূলক পাঠকে নতুন মাত্রা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে নৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন; বিবেকানন্দ Vedanta-কে ব্যবহারিক জীবন ও মানবকল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত করেন; রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ও Universal Man-এর মধ্যে সম্পর্ককে মানবধর্মের ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

অতএব, লালনগীতি ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র আন্তঃদার্শনিক পাঠের কেন্দ্রীয় অন্তর্দৃষ্টি হতে পারে—মানুষের বাহ্যিক পরিচয়ের গভীরে একটি অন্তর্লীন আত্মিক অনুসন্ধান রয়েছে; সেই অনুসন্ধান আত্মপরিচয়কে প্রসারিত করে মানবিক ঐক্য, প্রেম, আত্মসংযম এবং পরমসত্তার উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্তকে দুই ঐতিহ্যের অভিন্নতা হিসেবে নয়, বরং তাদের মধ্যে একটি অর্থবহ দার্শনিক সংলাপ হিসেবে গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Reference

- Bankimchandra Chattopadhyay. (1886). *Krishna-charitra*. Calcutta, India: Publisher not identified in the consulted bibliographic record. *Note: The first part was published in 1886; a second edition appeared in 1892.* (Wikimedia Commons)
- Capwell, C. H. (1974). The esoteric beliefs of the Bauls of Bengal. *The Journal of Asian Studies, 33*(2), 255–264. https://doi.org/10.2307/2052187 (Cambridge University Press)
- Cantú, K. (2019). Islamic esotericism in the Bengali Bāul songs of Lālan Fakir. *Correspondences, 7*(1), 109–165. (PhilPapers)
- Harder, H. (2019). Bankimchandra Chattopadhyay and modern Hinduism. In T. Brekke (Ed.), *The Oxford history of Hinduism: Modern Hinduism* (pp. 54–71). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198790839.003.0004 (OUP Academic)
- Rahaman, M., Hasam, M. A., Akhter, N., & Islam, T. T. (2024). Lalon: A non-sectarian man and reformer in philosophy. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 1662–1672. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.804218 (RSIS International)
- Suma, S. P., & Haque, M. Z. (2019). Metaphysical approach to Lalon's song. *Asian Journal of Humanity, Art and Literature, 6*(1), 59–66. https://doi.org/10.18034/ajhal.v6i1.350 (Grafiati)
- Tagore, R. (1931). *The religion of man: Being the Hibbert lectures for 1930*. Macmillan. (Google Books)
- Thakur, S. (2024). Beyond ‘jaat’ and Dharma: Exploring the evolution of Lalon’s idea of ‘Moner Manush’. *Culture and Religion, 24*(1), 90–111. https://doi.org/10.1080/14755610.2024.2400057 (Taylor & Francis Online)
- Vivekananda, S. (1896). Practical Vedanta. In *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 2). Advaita Ashrama. (Wikisource)
- Vivekananda, S. (1900). The way to the realisation of a universal religion. In *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 2). Advaita Ashrama. (Wikisource)
- Vyāsa. (n.d.). *Śrīmad Bhagavad Gītā*. Gita Supersite, Indian Institute of Technology Kanpur. *Relevant verses for the present study: 2.20, 6.30, and 18.66.*

———